বার্ষিক ই-গর্ভন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ এর আওতায়

একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ পরিদর্শন

স্থান: আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।

তারিখ: ২৬ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

এফ-৫, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরেবাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।

ফোন: +৮৮-০২-৪১০২৪৬৩৬, ফ্যাক্স:+৮৮ ০২ ৫৮১৫৭৯৮৩

Website: www.bfa.gov.bd, E-mail: bfarchivebd@gmail.com, dg@bfa.gov.bd

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

বার্ষিক ই-গর্ভন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ এর ২.২.৫ অনুযায়ী **'দেশ- বিদেশে বাস্তবায়িত ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ পরিদর্শন'** কার্যক্রমের আওতায় বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের ০৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল ২৬ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের উদ্ভাবনী কার্যক্রম পরিদর্শন করে। পরিদর্শনে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন:

ক্রমিক নং	নাম	পদবী
১.	ড. মো. মোফাকখারুল ইকবাল	প্রকল্প পরিচালক
২.	জনাব ফারহানা রহমান	পরিচালক
৩.	জনাব মোহাম্মদ আরিফুজ্জামান	সহকারী পরিচালক
৪.	জনাব নিলুফা আক্তার	প্রশাসনিক কর্মকর্তা
৫.	জনাব স্মিতা বড়ুয়া	উপ-সহকারী প্রকৌশলী
৬.	জনাব সাবিনা ইয়াসমিন	উপ-সহকারী প্রকৌশলী

০৬ সদস্যবিশিষ্ট প্রতিনিধিদলকে আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের পরিচালক জনাব এস. এম আরশাদ ইমাম স্বাগত জানান। উভয় দপ্তরের কর্মকর্তাদের পরিচিতি সভায় তিনি তাঁর দপ্তরের গুরুত্ব, ইতিহাস, ইনোভেশন কার্যক্রম ও সংগ্রহ সর্ম্পকে বিশদ বর্ণনা করেন। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের প্রকল্প পরিচালক ড. মো. মোফাকখারুল ইকবাল ও পরিচালক জনাব ফারহানা রহমান নিজ দপ্তরের বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরেন এবং আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরকে ধন্যবাদ জানান এই ধরনের কার্যক্রমে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য।

আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার ইতিহাস:

তৎকালীন ১৮৯১ সালের ১১ মার্চ কোলকাতায় ইমপেরিয়াল রেকর্ড ডিপার্টমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর ইমপেরিয়াল রেকর্ড ডিপার্টমেন্টই ন্যাশনাল আরকাইভস অব ইন্ডিয়া নামে পরিচিতি পায়। পরবর্তীতে ১৯৫১ সালের নভেম্বরে করাচীতে ডাইরেক্টরেট অব আরকাইভস এন্ড লাইব্রেরিস এর অধীনে ন্যাশনাল আরকাইভস অব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতা পূর্বকালে অর্থাৎ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে উক্ত অফিসের শাখা অফিস হিসেবে ঢাকার মোহাম্মদপুরের নূরজাহান রোডের ভাড়া বাড়িতে ''ডেলিভারী অব বুকস এন্ড নিউজ পেপার শাখা'' নামে একটি অফিস চালু ছিল। জাতীয় আরকাইভস এর কোন শাখা পূর্ব পাকিস্তানে ছিল না। স্বাধীনতা যুদ্ধের শেষে ১০৩, পুরাতন এলিফ্যান্ট রোডে একটি পরিত্যক্ত বাড়ীর দোতলায় শাখাটি স্থানান্তর করা হয়।

মহান মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবান দলিলসমূহসহ সরকারের স্থায়ী রেকর্ডস ও আরকাইভস সমূহ সংরক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবন করে ১৯৭২ সনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নির্দেশনায় সদ্য স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিভাগের অধীনে জাতীয় আরকাইভস ও জাতীয় গ্রন্থাগার এর সমন্বয়ে আরকাইভস ও গ্রন্থাগার পরিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করে।

চলমান পাতা-০২

১৯৭৪ সনের ৩ জানুয়ারি সরকার জাতীয় আরকাইভস ও জাতীয় গ্রন্থাগারের জন্য ৩২, বিচারপতি এস.এম মোর্শেদ সরণি, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর এর বর্তমান জায়গায় ২ একর করে মোট ৪ একর জমি বরাদ্দ করে। ভবন নির্মাণ শেষে ১৯৮৫ সনের ১ নভেম্বর জাতীয় গ্রন্থাগারের স্থায়ী ভবন আগারগাঁও এ স্থানান্তরিত হয়। কিছুদিন পর ৩৭২, এলিফ্যান্ট রোড থেকে জাতীয় আরকাইভস ও জাতীয় গ্রন্থাগার ভবনে স্থানান্তরিত হয়। ১৯৯৫ সনে জাতীয় আরকাইভস ভবন নির্মাণ (প্রথম পর্যায়) কাজ শুরু হয়। ২০০১ সালের ১৪ জুন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ২০০৬ সালে জাতীয় আরকাইভস তার নিজস্ব ভবনে কার্যক্রম শুরু করে।

চিত্র: বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাভের ০৬ সদস্যবিশিষ্ট প্রতিনিধিদলের সাথে মতবিনিময় সভায় আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের পরিচালক জনাব এস. এম আরশাদ ইমাম ও অন্যান্য কর্মকর্তবৃন্দ।

সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

জাতীয় আরকাইভস সংগ্রহ

বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস গত কয়েক দশকের বিভিন্ন সংস্থা/ উৎস থেকে নথিপত্র ও অন্যান্য জাতীয় ডকুমেন্টস সংগ্রহ করেছে। গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংগ্রহের বর্ণনা নিম্নরূপ:

১। প্রসেডিংস ও বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের রেকর্ড:

বাংলাদশ জাতীয় অরকাইভস এ ১৮৫৪ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত সময়কালের পূর্ববাংলা সরকার, পূর্ব পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের নথিপত্র সংগ্রহ করেছে।

চলমান পাতা-০৩

২। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নথিপত্র:

জাতীয় আরকাইভসে সংরক্ষিত গুরুত্বপূর্ণ রেকর্ডপত্রের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের রেকর্ডপত্র। ২০০৮ সালের ২ এপ্রিল থেকে জাতীয় আরকাইভস মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এ রেকর্ড পত্র সংগ্রহ করেছে। এতে ১৯৭১ -১৯৭২ সাল পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীগণের শপথ, নিয়োগ ও সময়কাল এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিভিন্ন সভার কার্যবিবরনী ও নোটিশ ইত্যাদি রয়েছে।

৩। ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার অফিসের নথিপত্র:

বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার অফিস থেকে ঐতিহাসিক গুণসম্পন্ন বিপুল পরিমান নথিপত্র সংগ্রহ করেছে। সংগৃহীত নথিপত্রগুলো ১৮৯৮-১৯৭১ সময়কালের এবং এগুলো রাজস্ব, বিচার, কোর্ট অব অর্ডারস, সাধারণ প্রশাসনিক, হিসাব, উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ক। এছাড়াও সাম্প্রতিক সময়ে প্রায় তিন হাজার দুস্প্রাপ্য সরকারি প্রকাশনাও ঢাকা বিভাগীয় অফিস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

৪। চট্রগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার অফিসের নথিপত্র:

চট্রগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার অফিস থেকেও বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস ঐতিহাসিক গুণসম্পন্ন বিপুল সংখ্যক নথিপত্র সংগ্রহ করেছে। সংগৃহীত নথিপত্রগুলো ১৮৮০-১৯৬০ সময়কালের এবং এগুলো রাজস্ব, বিচার, সংস্থাপন, সার্বিক হিসাব ইত্যাদি বিষয়ভুক্ত। এছাড়া, কিছু সংখ্যক প্রকাশনাও সংগ্রহ করা হয় বিভাগীয় কমিশনার অফিস থেকে। এসব নথিপত্র বর্ণিত সময়কালে চট্রগ্রাম অঞ্চলের জীবনযাত্রা, সমাজ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ধারনা প্রদান করে।

৫। জেলা রেকর্ডস:

বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস ১৭৬০ সাল থেকে ১৯১৫ পর্যন্ত সময়কালের কয়েক হাজার জেলা রেকর্ডস সংরক্ষিত আছে। রেকর্ডগুলো মূলত প্রাচীন হস্তলিপিতে লিখিত তবে এগুলোর মধ্যে কিছু কিছু মুদ্রিত আকারেও দেখা যায়।

জেলা রেকর্ডগুলোর তথ্যবিবরনী (সংযুক্তি-ক)।

৬। কালেক্টরেট রেকর্ড:

বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস দেশের বিভিন্ন জেলা কালেক্টরেট রেকর্ডরুম থেকে বিপুল সংখ্যক জেলা কালেক্টরেট রেকর্ডস সংগ্রহ করেছে।

৭। পূর্ব বাংলা এবং পূর্ব পাকিস্থানের প্রসিডিংস/ফাইলপত্র:

বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস বাংলাদেশ সচিবালয় রেকর্ডরুম থেকে পূর্ববাংলা সরকারের ১৮৫৯-১৯৬৪ সময়কালের বিপুল সংখ্যক প্রসেডিংস ও ফাইলপত্র সংগ্রহ করেছে। এ সকল নথিপত্রের মূল উৎস হচ্ছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির

চলমান পাতা-০৪

বানিজ্যিক লেনদেন এবং পরবর্তীকালের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের প্রশাসনিক তৎপরতা। এতে প্রধানত সরকারের বিভিন্ন পত্র, আদেশ, রেজুলেশন, নিয়ম/রুলস, প্রতিবেদন ইত্যাদি রয়েছে।

৮। ঢাকার সিটি কর্পোরেশন রেকর্ডস:

বাংলাদেশ জাতীয় অরকাইভস ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের লক্ষীবাজারে অবস্থিত রের্কডরুম থেকে (পুরাতন সিটি কর্পোরেশন অফিস, বর্তমানে এটি মহিলা কলেজ) বিপুল সংখ্যক ঐতিহাসিক গুণসম্পন্ন নথিপত্র সংগ্রহ করেছে। এসব নথিপত্র ১৮২৬-১৯৯৫ সময়কালের।

৯। জেলা পরিষদ রেকর্ডসঃ

বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস বিভিন্ন জেলা পরিষদের রেকর্ডস সংগ্রহ করেছে। যথা:- ঢাকা জেলা পরিষদ রেকর্ডস ১৯৪০-১৯৯০, রংপুর জেলা পরিষদ রেকর্ডস ১৮৮৫-১৯৯০।

১০। নারায়ণগঞ্জ পৌরসভা রেকর্ডসঃ

বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস নারায়ণগঞ্জ পৌরসভা থেকে গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র সংগ্রহ করেছে। এ নথিপত্রগুলি ১৮৮০-১৯৮০ সময়কালের।

১১। সিলেট প্রসেডিংস /ফাইল

সিলেট জেলা যখন আসাম প্রদেশের অর্ন্তভূক্ত ছিল এ সময় বেশকিছু সংখ্যক রেকর্ডস সৃষ্টি হয়। এই রেকর্ডগুলো সাধারণত সিলেট প্রসেডিংস নামেই পরিচিত। এগুলোর সময়কাল ১৮৭৪-১৯৭৪ পর্যন্ত। এই নথিপত্রগুলো উপনিবেশিক সময়কালের সিলেটের মানুষের জীবনযাত্রা, আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বিষয়ের মূল্যবান তথ্য ভান্ডার ।

১৩। পুরাতন ম্যাপ (১৭৪০-১৯৬৭):

বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার অফিস এবং দেশের বিভিন্ন জেলা কালেক্টরেট রেকর্ডরুম থেকে ১৮৫৪-১৯৬৭ সময়কারের বাংলা প্রদেশ তথা বিভিন্ন বিভাগ জেলা ও থানাওয়ারী বিপুল সংখ্যক ম্যাপ সংগ্রহ করেছে। (সংযুক্তি-খ)।

১৪। সরকারি প্রকাশনা (১৮০০-১৯৭২):

বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস ১৮০০-১৯৭২ সময়কালের বিপুল সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ ও দূর্লভ/দুষ্প্রাপ্য প্রশাসনিক রিপোর্ট, অধ্যাদেশ, পার্লামেন্টারী দলিলপত্র ইত্যাদি সংগ্রহ করেছে।

চলমান পাতা-০৫

১৫। গেজেট:

বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস ১৮৩২-২০১০ সময়কালের কলকাতা গেজেট, পাকিস্তান গেজেট ও বাংলাদেশ গেজেট সংগ্রহ করেছে। ১৯৭৩ সাল থেকে বাংলাদেশ প্রিন্টিং ও স্টেশনারি নিয়ন্ত্রকের অফিস থেকে নিয়মিত বাংলাদেশ গেজেট সংগ্রহ করছে।

১৬। এস্টেট রেকর্ডস:

বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভসের আরেকটি মূল্যবান সংগ্রহ হচ্ছে এস্টেট সংগ্রহ বা জমিদারি নথিপত্র। এগুলো মূলত পূর্ববাংলা নেতৃস্থানীয় দুটি জমিদার পরিবারের জমিদার ও জমিদারী ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নথিপত্র। যথা:
(ক) ঢাকা নওয়াব এস্টেট রেকর্ডস (১৮০৬-১৯৪৭) এবং
(খ) ভাওয়াল রাজ এস্টেট রেকর্ডস (১৮৮৪-১৯৪৬)

১৭। পূর্ব পাকিস্তান ও বাংলাদেশ রেকর্ডস:

সচিবালয় রেকর্ডরুম থেকে পূর্ব পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সরকারের অল্প পরিমাণ দলিলপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। এ দলিলপত্রগুলো মূলত ১৯৬২-১৯৭৫ সময়কালের। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে:
(ক) সংস্থাপন;
(খ) বাণিজ্য;
(গ) অর্থ;
(ঘ) কেবিনেট সেক্রেটারিয়েট;
(ঙ) রাজনৈতিক এবং
(চ) ভূমি অধিগ্রহণ সম্পর্কিত।

১৮। সংবাদপত্র:
বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভসের সংগ্রহে ১৯৪৭-২০১৩ সময়কালের জাতীয় সংবাদপত্রসমূহ সংরক্ষিত রয়েছে। সংরক্ষিত সংবাদপত্রের তালিকা (সংযুক্তি-গ)।

১৯। প্রেসক্লিপিং

বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ডির্পাটমেন্ট (পিআইবি) থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রেস ক্লিপিং সংগ্রহ করেছে। এই সংগ্রহের মধ্যে রয়েছে ১৯৬২-১৯৯৭ সাল পর্যন্ত জাতীয় দৈনিক পত্রিকাসমূহতে প্রকাশিত প্রধান প্রধান ঘটনাবলী।

২০। মাইক্রোফিল্ম

বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস ইউনেস্কোর আর্থিক সহযোগিতায় লন্ডনস্থ ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী থেকে ১৮৭৪-১৯১৬ সময়কালের বাংলা সংবাদপত্রের কিছু অংশের ৫৭টি মাইক্রোফিল্ম রোল সংগ্রহ করেছে।

চলমান পাতা-০৬

২১। ব্যক্তিগত নথিপত্র সংগ্রহ:

বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস অবিভক্ত বাংলার মন্ত্রী, মুসলিম নেতা মরহুম খান বাহাদুর নাওয়াব আলী চৌধুরীর কিছু ব্যক্তিগত নথিপত্র সংগ্রহ করেছে। এছাড়াও বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস বিশিষ্ট ঐতিহাসিক অধ্যাপক মোহাম্মদ ইসহাক, ইমিরেটস অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম, অধ্যপক ড. শরিফুদ্দিন আহমেদ, অধ্যপক এ কে এম মোহসিন, অধ্যাপক ড. আবদুল করিম এবং অধ্যাপক ড. ইফতেখারুল আউয়াল এবং সাবেক সচিব জনাব লতিফুর বারীর নথিপত্র সংগ্রহ করেছে।

২২। জাতীয় আরকাইভস গ্রন্থাগার:

বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভসের সাথে সাথে সংযুক্ত দুষ্প্রাপ্য পুস্তকের একটি গ্রন্থাগার রয়েছে। এখানে প্রায় সাত হাজার পাঁচশত (৭৫০০) পুস্তক রয়েছে। রেফারেন্স গ্রন্থের সংগ্রহশালাটি শুধুমাত্র গবেষকগণই ব্যবহার করতে পারেন।

২৩। রেডিও মনিটারিং রিপোর্ট:

বাংলাদেশ বেতার পরিবেশিত দৈনিক রেডিও মনিটরিং রিপোর্ট ১৯৮৭ সাল থেকে জাতীয় আরকাইভসে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করছে।

২৪। প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নথিপত্র:

বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস দেশের কয়েকটি প্রাচীনতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দলিল দস্তাবেজ সংগ্রহ করেছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে বরিশাল জিলা স্কুল, ঢাকার সেন্ট গ্রেগরী হাই স্কুল, পোগজ হাই স্কুল, রাজশহী নবাবগঞ্জের হরিমোহন ইনস্টিটিউট, যশোরের সাতিয়ানতলা বহমুখী উচ্চ বিদ্যালয় এবং গঙ্গারাম প্রসন্ন কুমার উচ্চ বিদ্যালয়।

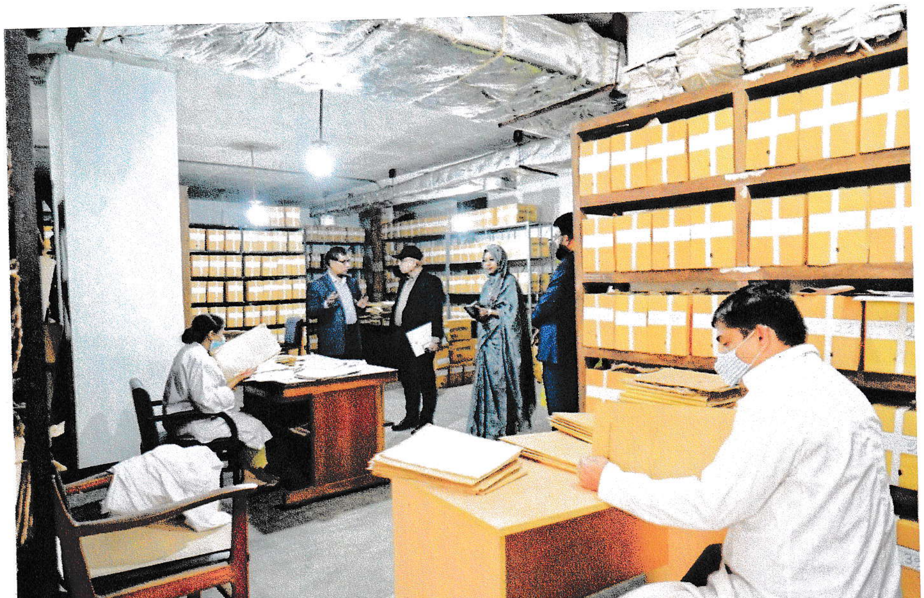

চিত্র: বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ পরিদর্শন দলের সাথে জাতীয় আরকাইভসের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা।

চলমান পাতা-০৭

ন্যাশনাল লাইব্রেরীর সংগ্রহ

সংগ্রহ:

ন্যাশনাল লাইব্রেরীর সংগ্রহ জাতির সাংস্কৃতিক সম্পদ। বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগার সংগ্রহের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এটি জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা প্রশাখা যেমন ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি , ইতিহাস ,ঐতিহ্য শিল্পকলা , পুরাতত্ত্ব , আরকাইভস, ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, চিকিৎসা ,প্রকৌশল, কৃষি , অর্থনীতি , গ্রন্থাগার ও তথ্য প্রযুক্তি উন্নয়ন , প্রশাসন, পরিবেশ বিজ্ঞান, নারী বিষয়ক রাজনীতি , আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, মানব সম্পদ উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে দেশি বিদেশি নতুন নতুন প্রকাশনা সহযোগে যথাসম্ভব ধারাবাহিকভাবে গড়ে উঠে এবং দেশের সকল শ্রেনীর গবেষক / পাঠকদের ব্যবহার উপযোগি করে প্রযুক্তি সহযোগে স্থায়ী ভাবে সংরক্ষণ করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রতিনিধিত্বমূলক বিদেশি বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়া/ সংগ্রহ স্টাডি বিষয়ক প্রকাশনার সংগ্রহ। আমাদের জাতীয় গ্রন্থাগার মূলত এ সকল সংগ্রহ ব্যতীত কপিরাইট আইনের অধীনে দেশের অভ্যন্তরে প্রকাশিত সকল প্রকাশনা এবং দান, সৌজন্য সংখ্যা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিগত অনুদান এর প্রকাশনা সংগ্রহ করে থাকে।

চিত্র: বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ পরিদর্শন দলের সাথে জাতীয় গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।

চিত্র: বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ পরিদর্শন দলের সাথে জাতীয় আরকাইভসের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা।

সংগ্রহ সংখ্যা :

জাতীয় গ্রন্থাগারের সকল প্রকার সংগ্রহ সংখ্যা আনুমানিক ৫(পাঁচ) লক্ষ এর বেশি। প্রক্রিয়াকরণকৃত ব্যবহারযোগ্য বই এর সংখ্যা ২ (দুই) লক্ষ।

*বাঁধাইকৃত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্রের শিরোনাম সংখ্যা ১০৩ টি;
*বাঁধাইকৃত ইংরেজি দৈনিক সংবাদপত্রের শিরোনাম সংখ্যা ৩১টি;
*বাঁধাইকৃত বাংলা সাময়িকির শিরোনাম সংখ্যা ১৫০টি;
*বাঁধাইকৃত ইংরেজি সাময়িকির শিরোনাম সংখ্যা ৮টি;
*ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার (ব্রিটিশ আমলের) শিরোনাম সংখ্যা ৩০৯টি;
*মানচিত্রের সংখ্যা ১৬৮৭ টি;
*মাইক্রোফিল্ম রোল ৫৯টি (১৮৭৫-১৯২৬) পর্যন্ত;
*মাক্রোফিল্স ১৫০০টি (১৯৮৫-১৯৯২) পর্যন্ত;
*১৯৬৮-২০১২ পর্যন্ত কপিরাইট আইনের অধীনে সংগ্রহ ৬৩৫৭০ টি;
*২০১৩ সালে কপিরাইট আইনের অধীনে সংগ্রহ ৩৬৪৫ টি।

চিত্র: বিশেষায়িত ডকুমেন্টস ভল্ট

ডিজিটাইজেশন (আরকাইভস)

বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস কিছুদিন পুর্বেও শুধুমাত্র ধাতব নথিপত্র /ফিজিক্যাল নথিপত্র সংরক্ষণ করত। কিন্তু বর্তমানে সরকারের এমডিজি লক্ষ্যমাত্রার অংশ হিসেবে ডিজিটাল আরকাইভস করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস ইতোমধ্যে সনাতনী নথিপত্র/পুরাতন নথিপত্র ডিজিটাইজেশন করার কার্যক্রম শুরু করেছে।

চিত্র: গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের সংরক্ষিত বিভিন্ন ডকুমেন্টস

ডিজিটাইজেশন পরিসংখ্যান

ক্রমিক নং	বিবরন	পৃষ্ঠা সংখ্যা
১	সর্বমোট স্ক্যানকৃত রেকর্ড	১২,২৮,০৪০
২	সার্ভারের জমাকৃত রেকর্ড	৮,৪৯,৩৫০
৩	রেকর্ড জমাকৃত সিডি/ডিভিডি পরিমাণ	৫৮৫
৪	সিডি /ডিভিডিতে জমাকৃত রেকর্ডের পরিমাণ	১০,৯৫,০০০
৫	স্ক্যানকৃত পত্রিকা (আজাদ)	৩৩,৩৫০(১২৫ ভলিয়ম)
৬	পত্রিকা (আজাদ) পুন: মুদ্রিত	৩৪০ (১ ভলিয়ম)

ডিজিটাল গ্রন্থাগার

গ্রন্থাগার হলো জ্ঞানের ভান্ডার । জাতীয় গ্রন্থাগারের বই এবং অন্যান্য জ্ঞানসামগ্রিগুলো বাঁধাই আকারে সংরক্ষণ করা হয়েছে জাতীয় গ্রন্থাগারে আধুনিক প্রযুক্তি এবং ইন্টারনেট সংযোগ প্রবর্তন করা হয়েছে । আধুনিক প্রযুক্তির তথা ইন্টারনেট সংযোগ এর মাধ্যমে তথ্য উপস্থাপন করাই হল ডিজিটাল লাইব্রেরির কাজ । ডিটিজাল লাইব্রেরিতে তথ্যগুলো সংরক্ষণ করা হচ্ছে ডিজিটাল পদ্ধতিতে যা ডিজিটাল গ্রন্থাগার সময় এবং স্থানের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করবে। বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগার মানচিত্র, সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, দুর্লভ বই ইত্যাদি ডিজিটাইজেশনের কাজ চলছে। জাতীয় গ্রন্থাগার হার্ড কপি সংরক্ষন করে থাকে। কিন্তু এখন জাতীয় গ্রন্থাগার ডিজিটাল লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সরকারের মেনুফেস্টু বাস্তবায়নের চেষ্টা করে চলেছে। এই লক্ষ্যে ইতোমধ্যে জাতীয় গ্রন্থাগার তার ট্রাডিশনাল গ্রন্থাগার পদ্ধতি থেকে ডিজিটাল গ্রন্থাগারের পথে যাত্রা শুরু করেছে।

চলমান পাতা-১০

ডিজিটাইজেশন পরিসংখ্যানঃ

ক্রমিক নং	জিজিটাইজকৃত উপাদান	সংখ্যা/ খন্ড	ইমেজ সংখ্যা
১.	বই	১০৩৬	৩৬৬৯৬৭
২.	বাঁধাইকৃত সংবাদ পত্র	৫৭৬ খন্ড	৩০৪৬৮১
৩.	সংবাদপত্র ক্লিপিংস	২৯খন্ড	৪৬২৫
৪.	ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার	৪০	২৮২০
৫.	বই(বাঁধাইকৃত)	১২৪৫	৪৩০১৯৪
৬.	সচিবালয় থেকে সংগৃহীত দলিলপত্র	৭৪৫	১৭৮৪৬৯
৭.	মানচিত্র	১৬৮৭	২০৯১

আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের অভ্যন্তরীন ই- সেবা:

১. ISBN অনলাইন আবেদন;

২. ই-আরকাইভস;

৩. ই-লাইব্রেরি;

৪. সদস্য অনলাইন আবেদন;

৫. জাতীয় গ্রন্থাগার মিলনায়তন ভাড়া;

৬. জাতীয় আরকাইভস সেবা;

৭. জাতীয় গ্রন্থাগার সেবা;

৮. টেলিফোন ডিরেক্টরি (মোপা);

৯. ওয়েব মেইল।

চলমান পাতা-১১

চিত্র: বুক স্ক্যানারের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি ডিজিটালকরণ প্রক্রিয়ারত একজন অপারেটর।

আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের ইনোভেশন কার্যক্রম:

আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের নিজস্ব কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ০৬ সদস্যবিশিষ্ট একটি ইনোভেশন টিম রয়েছে। মূলত এই প্রতিষ্ঠানের সংরক্ষিত মূল্যবান সকল ডকুমেন্টস, দলিল-দস্তাবেজ, ম্যাপ, নথি, গ্রন্থ ইত্যাদি ডিজিটালকরণ কার্যক্রমকেই ইনোভেশন কার্যক্রম হিসেবে সম্পন্ন করা হচ্ছে। বিপুল পরিমাণ অতি মূল্যবান এ সকল তথ্যাদি ডিজিটাইজেশন প্রক্রিয়ার জন্য এ প্রতিষ্ঠানের একটি প্রকল্প অনুমোদন পর্যায়ে রয়েছে।

ইতোমধ্যে আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের ISBN অনলাইন আবেদন, ই-আরকাইভস, ই-লাইব্রেরি, সদস্য অনলাইন আবেদন ইত্যাদি সেবা শুরু করেছে। এছাড়াও, এই প্রতিষ্ঠানের বুক স্ক্যানার মেশিনের মাধ্যমে পুরনো জীর্ণ ডকুমেন্টসসমূহ ডিজিটাল করার ব্যবস্থা রয়েছে। গবেষকদেদের জন্য এর মাধ্যমে অতি পুরনো ডকুমেন্টস পাওয়া বা তথ্য পাওয়া সহজ হবে। নিজস্ব সার্ভার ব্যবস্থাপনায় ডিজিটালকৃত তথ্যাদি সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

পরিদর্শন শেষে বাংলাদেশ ইনোভেশন টিমের মতামত

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ এ একটি বিশেষায়িত ডুপ্লেক্স লাইব্রেরি রয়েছে এবং এখানে চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট গ্রন্থ, নিউজ ক্লিপিংস, গানের বই, চিত্রনাট্য ইত্যাদি দুর্লভ সামগ্রী রয়েছে। এ সকল মূল্যবান ডকুমেন্টসসমূহ অতি সত্ত্বর ডিজিটাইজেশন

চলমান পাতা-১২

প্রক্রিয়ায় আওতায় আনা প্রয়োজন। ভবিষ্যৎ এ বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভে বুক স্ক্যানার মেশিন সংগ্রহের বিষয়টি বিবেচনায় আনা যেতে পারে। এতে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভে বিদ্যমান মূল্যবান ডকুমেন্টস দীর্ঘমেয়াদী সংরক্ষণে সহায়ক হবে।

এছাড়াও, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের একটি বিশেষায়িত ডকুমেন্টস ভল্ট রয়েছে। অতি মূল্যবান তথ্যাদির কপি বিশেষ তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সুরক্ষিত রাখা হচ্ছে। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভে মূল্যবান ডকুমেন্ট সংরক্ষণে প্রয়োজনে এই ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে।

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের সুপারিশ ও প্রস্তাব:

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের প্রকল্প পরিচালক ড. মো. মোফাকখারুল ইকবাল আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের পরিচালকের কাছে পারস্পরিক ও সার্বিক বিষয়ে নিম্নোক্ত মতামত/ সুপারিশ/প্রস্তাব তুলে ধরেন:

ক. আর্ন্তজাতিক মানের অন্যান্য দেশের আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের প্রদানকৃত সেবা অনুযায়ী মুল্য নির্ধারণ প্রয়োজন। জাতীয় তথ্যাদি সংরক্ষণের অন্যতম প্রতিষ্ঠান আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের তথ্যাদি গবেষকদের নিকট প্রদানের ক্ষেত্রে ক্যাটাগরি ও মূল্য পূনঃনির্ধারণ প্রয়োজন।

খ. দেশীয় সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ ও কারিগরী জ্ঞান আদান-প্রদান বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

গ. আন্তঃযোগাযোগ বৃদ্ধিকরণে উভয় প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিস্টদের সমন্বয়ে প্রশিক্ষণ, সেমিনার বা কর্মশালা আয়োজন করা যেতে পারে।

ঘ. অংশীজনের কর্মশালায় দুই দপ্তরের প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে। এতে করে উভয় দপ্তরের কাজের ক্ষেত্র সমৃদ্ধ হবে।

ঙ. আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরে বিপুল তথ্যাদি পড়ে রয়েছে (হার্ডকপি), অতি সত্ত্বর ডিজিটালে রূপান্তর করা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ কারিগরী সহায়তা প্রদান করতে পারে।

চ. ইতোপূর্বে যেসকল তথ্যাদি ডিজিটালে রূপান্তর করা হয়েছে, সেগুলোর এক কপি বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের ডাটা সেন্টারে সংরক্ষণের নিমিত্ত প্রদান করা যেতে পারে।

ছ. আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্টস তথ্যাদি নির্ধারিত তাপমাত্রায় সার্বক্ষণিক রাখা বর্তমানে সম্ভব হচ্ছে না। এ সকল জাতীয় অতি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের বিশেষায়িত ভল্টে রাখা যেতে পারে।

জ. জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণের বিকল্প ব্যবস্থা থাকা জরুরি। প্রাকৃতিক বির্পযয় বা অন্য কোন কারণে জাতীয় মূল্যবান ডকুমেন্টস বা তথ্যাদি সংরক্ষণের ব্যবস্থা বহুমুখীকরণ হেতু আদান -প্রদান জরুরি।

সংযুক্তি-ক

জেলা রের্কডস:

জেলার নাম	সময়কাল	সংখ্যা
বরিশাল	১৭৯০-১৮৮৭	৩৭১
বগুড়া	১৭৮৩-১৮৯৩	৩৮
চট্রগ্রাম	১৭৬০-১৯০০	৫৩৮
কুমিল্লা	১৭৮২-১৮৬৮	৪৬৫
ঢাকা	১৭৮৩-১৮৫৯	১৮৯
দিনাজপুর	১৭৮৬-১৯০০	১১১৬
ফরিদপুর	১৭৯৯-১৮৬৮	৯৩
যাশোর	১৭৮৬-১৮৬৮	৫০৬
ময়মনসিংহ	১৭৮৭-১৮৬৯	৩৭
নোয়াখালী	১৮৪০-১৮৭৯	৯১
পাবনা	১৮২০-১৮৮৬	২৬৭
রাজশাহী	১৭৮২-১৮৭৮	১৯২
রংপুর	১৭৭৭-১৮৭৯	৫১৩
সিলেট	১৭৭৭-১৮৭৮	৪২৩
	মোট =	**৪৮৩৯**

সংযুক্তি-খ

পুরাতন ম্যাপ:

- রেনেলের সার্ভে ম্যাপঃ ঢাকা জেলা -১৭৮০, চট্রগ্রাম জেলা -১৭৭৮ এবং আরেকটি জেলা ও নদীর ম্যাপ;
- ঢাকা জেলার পুরাতন থানা ম্যাপ;
- পুরাতন জেলা ম্যাপ (১৯১১-১৯১৪);
- বিভিন্ন জেলার পরগনা ম্যাপ (১৮৩৯-১৮৬১);
- বিভিন্ন অঞ্চলের "চর" এর ম্যাপ;
- গুরত্বপূর্ণ নদীর ম্যাপ (১৯৮০-১৯৮২);
- ১৯২৩ সালের আসাম ও বাংলা প্রদেশের ম্যাপ;
- উনিশ শতকের ম্যাপ;
- ১৯৫০ সালের পাকিস্তানের জরিপ ম্যাপ;
- ১৯৬৬ সালের পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক ম্যাপ;
- ভারতের নদ-নদী ও রেলওয়ে ম্যাপ (১৯৫০);
- পদ্মার দিয়ারা জরিপ ম্যাপ: ঢাকা ও ফরিদপুর অঞ্চল -১৮৭৭ -১৮৮৮;
- দিয়ারা জরিপ ম্যাপ: বাকেরগঞ্জ, ঢাকা ও ময়মনসিংহ-১৮৮০-১৮৮১;
- দিয়ারা জরিপ ম্যাপ: নদী ও চর -১৮৮১-১৮৮২;
- ঢাকা, ত্রিপুরা, বাকেরগঞ্জ ও ফরিদপুর ম্যাপ: ১৮৭৮-১৮৭৯;
- ঢাকা পৌরসভা ম্যাপ: বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পনা -১৯১২-১৯১৫।

সংযুক্তি-গ

ক্রম নং	বাংলা পত্রিকার নাম	বৎসর
১	দৈনিক আজাদ	১৯৪৭-১৯৮৮ এবং ১৯৯২
২	দৈনিক আজকের কাগজ	১৯৯২-১৯৯৫, ২০০০-২০০৩,২০০৫,২০০৭
৩	দৈনিক আল-আমিন	১৯৯১-১৯৯৫,১৯৯৭, ১৯৯৯
৪	দৈনিক ইত্তেফাক	১৯৬৩-১৯৬৬, ১৯৬৯-১৯৯৭, ২০০০-২০২০
৫	দৈনিক ইনকিলাব	১৯৮৬-১৯৯৯, ২০০৬, ২০০৮, ২০১৫
৬	দৈনিক কিষাণ	১৯৮২-১৯৯২
৭	দৈনিক খবর	১৯৮৬-১৯৯০-১৯৯৭
৮	দৈনিক গণকণ্ঠ	১৯৭২-১৯৭৪, ১৯৭৯-১৯৮২
৯	দৈনিক জনকণ্ঠ	১৯৯৩-২০১২
১০	দৈনিক জনতা	১৯৮৪-১৯৯৭
১১	দৈনিক জনপদ	১৯৭৩-১৯৭৫,৭৯, ৮৪, ৯৩, ৯৫-৯৬
১২	দৈনিক দিনকাল	১৯৮৭-৮৮, ১৯৯১-১৯৯৯, ২০১৪
১৩	দৈনিক দেশ	১৯৭৯-১৯৮৬
১৪	দৈনিক পূর্বদেশ	১৯৬৯-১৯৭৫
১৫	দৈনিক পাকিস্তান	১৯৬৪-১৯৭১
১৬	দৈনিক বাংলা	১৯৭২-১৯৯৭
১৭	দৈনিক বাংলাবাজার	১৯৯২-১৯৯৯

১৮	দৈনিক বাংলারবাণী	জুলাই ১৯৭২, ১৯৭৫, ১৯৮১-৯৮
১৯	দৈনিক ভোরের কাগজ	১৯৯২-২০০১, ২০১৭
২০	দৈনিক যুগান্তর	১৯৭৪-১৯৭৫, ২০০১-২০০২, ২০০৪, ২০০৯, ২০১২
২১	দৈনিক সংগ্রাম	১৯৭০-১৯৭৩, ১৯৭৭-৯৭, ২০০৬, ২০১৪
২২	দৈনিক সংবাদ	১৯৬৮-১৯৭১, ৭৩-৯৭, ২০০২-২০১৭
২৩	দৈনিক আজাদী	১৯৮০-১৯৮২, ৮৬-৮৮, ৯১-৯৭
২৪	দৈনিক সমাচার	১৯৯১, ১৯৯৩, ১৯৯৭
২৫	দৈনিক পূর্বকোণ	১৯৯৫, ১৯৯৭
২৬	দৈনিক বার্তা	১৯৭৭-১৯৮৮
২৭	দৈনিক রূপালী	১৯৯৩-১৯৯৭
২৮	দৈনিক যায়যায় দিন	২০০৬-২০০৭, ২০০৯, ২০১৪
২৯	দৈনিক প্রথমআলো	১৯৯২-২০১৯
৩০	দৈনিক মিল্লাত	১৯৭৭-৭৮, ৮৩, ৮৮, ৯৩, ৯৫, ৯৭
৩১	দৈনিক মুক্তকণ্ঠ	১৯৯৮-১৯৯৯
৩২	দৈনিক নব অভিযান	১৯৮৬-১৯৮৮
৩৩	দৈনিক সমাজ	১৯৭২-১৯৭৪
৩৪	দৈনিক আল-মুজাদ্দেদ	১৯৯৫-১৯৯৭
৩৫	দৈনিক বাংলার মুখ	১৯৭৭, ৭৯, ৮২
৩৬	দৈনিক দেশবাংলা	১৯৭৭
৩৭	দৈনিক স্বদেশ	১৯৭৩

৩৮	দৈনিক শক্তি	১৯৭৭, ৭৯, ৯৪
৩৯	দৈনিক গণশক্তি	১৯৭৭-৭৯
৪০	দৈনিক লাল সবুজ	১৯৯২-৯৭
৪১	দৈনিক আমারদেশ	২০০৫, ২০০৬, ২০০৯
৪২	দৈনিক নয়াদিগন্ত	২০০৫, ২০০৭, ২০১৪
৪৩	দৈনিক মানবজমিন	২০০০-২০১৪
৪৪	দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন	২০১০-১০১৪
৪৫	দৈনিক সমকাল	২০১১-২০১৪
৪৬	দৈনিক কালের কন্ঠ	২০১০-২০১৪
৪৭	দৈনিক ডেসটিনি	২০০৯-২০১৩
৪৮	দৈনিক আমাদের সময়	২০০২-২০১৪
৪৯	দৈনিক বাংলা বাজার পত্রিকা	১৯৯২-২০১২
৫০	দৈনিক দেশ	১৮৭৯-১৯৮৮
ইংরেজি সংবাদপত্র		
৫১	The Pakistan Observer	১৯৬০-৭১
৫২	The Amrita Bazar Patrika	১৯৬০-১৯৭৫
বিদেশী সংবাদ		
৫৩	The Dawn	১৯৪৬-১৯৭১
৫৪	Morning News	১৯৫৮-১৯৭৫
৫৫	দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা	১৯৭২-১৯৭৪